যুগান্তর

3 APR 2012
পৃষ্ঠা ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ড

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তুঘলকি কাণ্ডকারখানা চলছে দীর্ঘদিন থেকেই। বাংলাদেশের কয়েক হাজার মাতক ও মাতকোত্তর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এর অধীনে ন্যস্ত থাকলেও এরা এমনকি ভর্তি পরীক্ষাগুলোও ঠিকমতো নিতে পারে না। যথাসময়ে ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণসহ ফল ঘোষণা ও সনদপত্র বিতরণ নিয়েও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বাধরেণ শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বহীনতা ও অবহেলার শিকার হয়েছে দেড় হাজার শিক্ষার্থী। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে এসব শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয় ইংরেজি বিভাগে। ভর্তি পরীক্ষা ছিল ১০০ নম্বরের, যার মধ্যে ইংরেজির প্রশ্ন ছিল ২৫ নম্বর। শর্ত ছিল কোন শিক্ষার্থী ইংরেজিতে অনার্স পড়তে চাইলে ভর্তি পরীক্ষায় তাকে কমপক্ষে ১২ নম্বর পেতে হবে। এছাড়া এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ইংরেজিতে কমপক্ষে থাকতে হবে বি গ্রেড। এ দুটি শর্ত পূরণ করে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তিও হয়েছে। তবে গোল বেঁধেছে অন্য জায়গায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে ভর্তি পরীক্ষায় ১২ নম্বর পায়নি এমন দেড় হাজার শিক্ষার্থীও ইংরেজিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এ ভুলের দায় কোন অবস্থাতেই শিক্ষার্থীদের নয়, একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের। দীর্ঘদিন নিয়মিত ক্লাস ও টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আগামী জুনে অনুষ্ঠেয় ফাইনাল পরীক্ষার আগে এসব শিক্ষার্থীকে জানানো হয়েছে, তারা ইংরেজিতে পড়তে পারবে না। তাদের অন্য কোন বিভাগে ভর্তি হতে হবে। প্রশ্ন হল, এক বছরেরও বেশি সময় অধ্যয়নের পর ঠিক পরীক্ষার আগেই কেন তাদের অযোগ্য ঘোষণা করা হল? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে হতভাগ্য এসব শিক্ষার্থী নিমজ্জিত হয়েছে চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। উদ্বেগের বিষয় হল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবারও ভুল করে কিছু শিক্ষার্থীকে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি করে পরে তা বাতিল করে। কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তিন মাস ধরে কেবল ভর্তি কার্যক্রমই চলার পরও তাতে ভুল ধরা পড়ে, তাহলে এর দায়দায়িত্ব বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ নেবে কেন?

আসলে বিভিন্ন সরকারের আমলে নিছক দলীয় মনোনয়নে ভিসি, প্রোভিসি নিয়োগসহ ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি হওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম হয়ে পড়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। অবৈধ নিয়োগসহ পরীক্ষা ও সনদবাণিজ্য তো আছেই। এসব অনিয়ম-দুর্নীতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এত কিছুর পরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়া তো দূরের কথা, বরং অধোগতিই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা আশা করব, দেড় হাজার শিক্ষার্থীর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে। সর্বোপরি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন সার্বিকভাবে একটি নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে।